BANGLADESH GARMENT MANUFACTURERS & EXPORTERS ASSOCIATION (BGMEA)
"Made in Bangladesh with Pride"
BGMEA Complex, House # 7/7A, Block # H 1, Sector # 17, Uttara, Dhaka-1230, Hot Line : 09638012345
E-mail : info@bgmea.com.bd, Web : www.bgmea.com.bd

Ref:বিজিএ/কাস/২০২২/৭৪

তাং ১৭/০৪/২০২২ইং

সম্মানিত সকল সদস্যের জন্য

বিষয়ঃ তৈরী পোশাক রপ্তানীর বিপরীতে ১% হারে বিশেষ নগদ সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অনকূলে ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড় প্রসঙ্গে।।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, তৈরী পোশাক রপ্তানীর বিপরীতে ১% হারে বিশেষ নগদ সহায়তা প্রদানের জন্য চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে অর্থ বিভাগের অধীন ভর্তুকি ও প্রণোদনা ব্যবস্থাপনা কোডের আওতায় ''১০৯০১০১-১২০০০০৬০০০০০০০০-৩৮২৪২০১- সাধারন রপ্তানী প্রণোদনা'' খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ৪র্থ কিস্তিতে (এপ্রিল-জুন/২০২২) ২,০০০.০০ (দুই হাজার) কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুকূলে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাড় করা হয়েছে। ছাড়কৃত অর্থের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ হতে প্রাপ্ত ভর্তুকি দাবীর বিপরীতে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক রপ্তানী ভর্তুকির অর্থ পরিশোধ করবে।

এ বিষয়ে স্ব স্ব লিয়েন ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে নগদ সহায়তার অর্থ প্রাপ্তির বিষয় ত্বরান্বিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

প্রয়োজনীয় কার্যার্থে, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্রটি (নং-০৭.১০১.০২০.০৩.০৯.০০২.২০১৯-৪৭২ তারিখঃ ১২/০৪/২০২২) এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

১৩/৪/২০২২

মোঃ ফয়জুর রহমান
মহাসচিব

BGMEA Regional Office : BGMEA Bhaban (Lebel-4&5) 669/E, Jhautala Road (Near CNG Station), South Khulshi, Chittagong.
Tel: +880-31-2867401-10 (PABX), Fax: +880-31-2867412, E-mail: info@bgmeactg.org

Scanned with CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাজেট অনুবিভাগ-১, অধিশাখা-১
www.mof.gov.bd

নং-০৭.১০১.০২০.০৩.০৯.০০২.২০১৯-৪৭২

তারিখ: ১২ এপ্রিল ২০২২ / ২৯ চৈত্র ১৪২৮

প্রাপকঃ চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা

বিষয়ঃ **রপ্তানিমুখী দেশীয় বস্ত্র, হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ, চামড়াজাত দ্রব্য, পাট ও পাটজাত দ্রব্যসহ অনুমোদিত অন্যান্য খাতে রপ্তানির বিপরীতে প্রদত্ত নগদ সহায়তা/প্রণোদনা এবং তৈরী পোশাক রপ্তানির বিপরীতে ১% হারে বিশেষ নগদ সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুকূলে ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়।**

নির্দেশিত হয়ে রপ্তানিমুখী দেশীয় বস্ত্র, হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ, চামড়াজাত দ্রব্য, পাট ও পাটজাত দ্রব্যসহ অনুমোদিত অন্যান্য খাতে রপ্তানির বিপরীতে প্রদত্ত নগদ সহায়তা/প্রণোদনা এবং তৈরী পোশাক রপ্তানির বিপরীতে ১% হারে বিশেষ নগদ সহায়তা প্রদানের জন্য চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে অর্থ বিভাগের অধীন ভর্তুকি ও প্রণোদনা ব্যবস্থাপনা কোডের আওতায় "১০৯০১০১-১২০০০০৬০০০০০০০০-৩৮২৪২০১-সাধারণ রপ্তানি প্রণোদনা" খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ৪র্থ কিস্তিতে (এপ্রিল-জুন/২০২২) ২০০০.০০ (দুই হাজার) কোটি টাকা এবং "১০৯০১০১-১২০০০০৬০০০০০০০০-৩৮২৪২০২-পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি প্রণোদনা" খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ৪র্থ কিস্তিতে (এপ্রিল-জুন/২০২২) ৩০০.০০ (তিনশত) কোটি টাকাসহ মোট (২০০০.০০+৩০০.০০)=২৩০০.০০ **(দুই হাজার তিনশত) কোটি টাকা** নিম্নোক্ত শর্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুকূলে নির্দেশক্রমে ছাড় করা হলো। **ছাড়কৃত অর্থের ভিত্তিতে হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক (সিজিএ) ডেবিট অথরিটি জারী করবে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ হতে প্রাপ্ত ভর্তুকি দাবীর বিপরীতে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারি হিসাব ডেবিট করে রপ্তানি ভর্তুকির অর্থ পরিশোধ করতে পারবেঃ**

শর্তাবলিঃ

(ক) ৪র্থ কিস্তিতে ছাড়কৃত অর্থ দিয়ে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের অনুকূলে খাতভিত্তিক নগদ সহায়তা/প্রণোদনা পরিশোধ করতে হবে। অন্য কোন উদ্দেশ্যে এ অর্থ ব্যয় করা যাবে না;

(খ) দাবী পরিশোধের পর নিরীক্ষায় প্রাপ্য অর্থের চেয়ে বেশী পরিশোধিত হয়েছে মর্মে প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট অর্থ আদায়পূর্বক গ্রহীতার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অর্থ বিভাগকে অবহিত করতে হবে;

(গ) এ অর্থ ব্যয়ে প্রচলিত সকল আর্থিক বিধি-বিধান ও অনুশাসনাবলী এবং বিভিন্ন খাতে নগদ সহায়তা প্রদানের নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;

(ঘ) অর্থ গ্রহীতাকে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট এ মর্মে অঙ্গীকার (undertaking) প্রদান করতে হবে যে, প্রাপ্যতার অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ বা অন্য কোন অনিয়ম পরবর্তীতে পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে যে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে এবং প্রদত্ত অর্থ ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবেন;

(ঙ) চলতি ২০২১-২২ অর্থবছর শেষে রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তা/প্রণোদনা পরিশোধে বিদ্যমান পদ্ধতি এবং এর Impact সম্পর্কে একটি বিস্তারিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

(চ) চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের ৪র্থ কিস্তিতে মোট ছাড়কৃত ২৩০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ের খাতওয়ারী এবং ব্যাংকওয়ারী বিস্তারিত হিসাব বিবরণী অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

(ছ) কেবলমাত্র প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ সংযুক্ত তহবিল হতে উত্তোলন করা যাবে; এবং

(জ) নগদ সহায়তা/প্রণোদনা পরিশোধের নিমিত্ত ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে এবং এ অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যাতে কোনো ব্যত্যয় না ঘটে সেদিকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

আপনার বিশ্বস্ত,

Scanned with CamScanner